দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 21 AUG 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

এই নগরে

মাননান মুনশী

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তিইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের এই নগরীতে ঘুম নেই। ঘুম নেই তাদের অভিভাবকদেরও। এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর থেকেই উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মনে একটা প্রশ্নই কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে। পছন্দের কলেজটিতে ভর্তি হতে পারবো তো? অভিভাবকদেরও সেই একই প্রশ্ন? ভালো কলেজে ছেলেটিকে, মেয়েটিকে বা পোষ্যটিকে ভর্তি করা যাবে তো?

ভর্তি হওয়া কিংবা করা যাবেই—এমন কোনো নিশ্চয়তা না থাকার কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং শুধু এবারই নয়, প্রতি বছরই ছাত্র-ছাত্রী বা অভিভাবকদের এ ধরনের প্রশ্ন ও পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। ভালো কলেজে পড়ার সখ বা ইচ্ছে কার না থাকে! কিন্তু সেই ইচ্ছে পূরণ করা এখন অনেকের পক্ষেই অসম্ভব হয়ে উঠেছে। মহানগরীর কলেজগুলিতে উচ্চ মধ্যমিক শ্রেণীতে যতগুলি সিট আছে এসএসসি পাস করা ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা তার থেকে কয়েকগুণ বেশী। সুতরাং, কে ভর্তি হতে পারবে, কে পারবে না সে সংশয় সকলের মধ্যে প্রবল থাকবে—এটাই স্বাভাবিক। ভালো কলেজে তো বটেই, সাধারণ কলেজেও ভর্তির জন্যে চলছে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা। প্রতিটি কলেজেই এখন ভর্তিইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের প্রচুর ভিড়। সকলের চোখে-মুখেই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ছাপ। সবাই স্বাভাবিক পথে যেমন, তেমনি অস্বাভাবিক পথেও অর্থাৎ কোনোরকম প্রভাব খাটিয়ে কিংবা লাইন-টাইন করে ছেলে-মেয়েকে ভর্তি করানোর চেষ্টা করছে। এই স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক চেষ্টার ফলাফল কি হবে তা নিশ্চয় করে বলা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। ভর্তি শেষ হলেই সেটা বুঝা যাবে। তবে অনেকের চেষ্টা প্রত্যাশাই যে শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখবে না, তা সংগত কারণেই অনুমান-আন্দাজ করে নেয়া যায়।

সব কলেজেই ভর্তি পরীক্ষার ফরম দেয়া শুরু হয়েছে। এই ফরম নিয়ে চলছে ব্যাপক কড়াকড়ি। কলেজগুলি এবার নিয়ম করেছে, যে ছাত্র বা ছাত্রী ভর্তি হবে, কলেজ কাউন্টার থেকে ফরম সংগ্রহ করতে হবে তাকেই। আগে এ নিয়ম ছিল না। ফলে একজন এক সঙ্গে একাধিক ফরম সংগ্রহ করতে পারতো কিংবা বয়োজ্যেষ্ঠ বা অভিভাবকদেরও কেউ না কেউ গিয়ে ফরম সংগ্রহ করতে পারতেন। এবার কি কারণে এই নতুন নিয়ম চালু করা হয়েছে, সেটা কলেজগুলির কর্তৃপক্ষই ভালো বলতে পারবেন। তবে এটা সত্য, এই নতুন ব্যবস্থা নতুন জটিলতার সৃষ্টি করেছে। অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে কলেজে হাজির হয়ে ফরম সংগ্রহ করা দারুণ অসুবিধার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে, এতে ছাত্রীদের কষ্ট ও হয়রানির শেষ নেই। যেহেতু সিট বা ফরমের সংখ্যা সীমিত, সেহেতু আগে গেলে আগে পাবেন—এই নীতিই কার্যকর হচ্ছে। এ জন্যে ছাত্র-ছাত্রীদের লাইন ধরে ফরম সংগ্রহ করতে দেখা যাচ্ছে। এবং অনেকেই রাত থাকতে উঠে এসে লাইন ধরতে বাধ্য হচ্ছে। লাইনের আগে নিজেকে স্থাপিত করার জন্যে শেষ রাতে পথ চলতে গিয়ে অনেককে বিপদ-বিপত্তির সম্মুখীনও হতে হচ্ছে। জনৈকা ভর্তিইচ্ছুক ছাত্রী তার বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে লাইন ধরার জন্যে রাতে পথে বেরিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেফতার ও থানায় নীত হয়ে অপ্রীতিকর জিজ্ঞাসাবাদের শিকার হয়েছে বলে জানা গেছে। এ থেকেই বুঝা যায় পরিস্থিতি কতদূর গড়িয়েছে। ভর্তির ফরম সংগ্রহ করতেই যদি এমনি জিল্লতির মধ্যে পড়তে হয়, পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হতে না জানি কত কিছুর মোকাবিলা করতে হয়। ভর্তির এই বিরাট সমস্যা ও ঝামেলা ফি বছর ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের অকাম্য স্নায়ু চাপেরই কারণ নয়—এ সমস্যা উচ্চ শিক্ষার পথকেও অনেকের জন্যে বন্ধ করে দিচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক, রাজধানীসহ বড় বড় শহরে ভর্তি সমস্যা যতটা প্রকট জেলা বা উপজেলায় ততটা প্রকট নয়। বরং মফস্বলের এমন অনেক কলেজের খবর আমাদের কাছে আছে, যেখানে প্রয়োজনীয়সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর অভাবে কলেজগুলি চলতে পারছে না। রাজধানী বা বড় বড় শহরে এ দু'টি পরিস্থিতির প্রধান কারণ লোকসংখ্যা অনুপাতে কলেজের সংখ্যা বেশী না থাকা।

এ সমস্যা সমাধান করতে হলে, আমাদের বিবেচনায়, রাজধানী ও মেট্রোপলিটান অন্যান্য, শহরে কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। কলেজগুলিতে একাধিক সিফটও চালু করা যেতে পারে। বেসরকারী পর্যায়ে কলেজ প্রতিষ্ঠার উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হলে কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধির পথ সুগম হবে বলে আমাদের ধারণা। এছাড়া জাতীয় শিক্ষা কমিশন এ ক্ষেত্রে যে সুপারিশ করেছে সেটাও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা যেতে পারে। শিক্ষা কমিশন ভালো মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে উচ্চ মাধ্যমিক অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী খোলার পরামর্শ দিয়েছে। আমাদের মতে, এ পরামর্শ কার্যকর করা গেলে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। পর্যায়ক্রমে দেশের সমস্ত মাধ্যমিক স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী খোলা সম্ভব হলে কলেজগুলির ওপর থেকে একটা বিরাট চাপ অপসারিত হবে। এর ফলে কলেজগুলিতে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষাদানের সুবিধা বাড়বে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে লেখা-পড়ার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যে সমস্যার মোকাবিলা করছে, কলেজগুলিতে বিশেষ করে প্রতি জেলায় অন্ততঃ একটি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তরিত করতে পারলে সেই সমস্যার অনেকাংশে সমাধান হয়ে যাবে। এ জন্যে মাধ্যমিক স্কুল এবং কলেজগুলিতে উপযুক্ত শিক্ষক থেকে শুরু করে লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত করতে হবে। বিষয়টি উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এদিকে নজর দিতে হবে।

033